

ভাবলীপ : ৫

দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত

مولانا محمد سعد کے بعض غلط نظریات و افکار
کے سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند کا موقف



মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও

দারুল উলুম
দেওবন্দের অবস্থান

আবদুল্লাহ আল ফারুক অনূদিত

মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি
ও দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ
পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা
যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা
প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান

[মোলা নাছুর সাদ সাহেবের بعض غلط نظريات و افكار
के सلسله में دارالعلوم دیوبند کا موقف]

দারুল উলুম দেওবন্দের
ওয়েবসাইট হতে সংগৃহীত

তথ্য সংগ্রহ ও অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.
রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ
আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১
আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং
প্রগতি প্রিন্টিংপ্যালেস, কাঠালবাগান, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাস্তা, ঢাকা ☎: 02 988 15 32 ☎: 019 24 07 63 65	শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১ দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা ☎ 017 15 02 31 18	শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২ ৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা ☎: 019 75 02 31 18
--	---	--

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
বর্ণবিন্যাস : মাদিনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ৫০ [পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

MAOLANA SAD SAHEBER KICHU VOOL DRISTIVONGI
O DARUL ULOOM DEOBANDER OBOSTHAN

Published by : Maktabatul Asad, Ashulia, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 50.00 US \$ 10.00 only.

সূচি

দারুল উলুম দেওবন্দের জরুরি বিশ্লেষণ	৭
দারুল উলুম দেওবন্দের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন	১৯



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ..... 96/3

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

اس وقت دین کے بہت سے علمائے حق اور مشائخ و غیرہ کی طرف سے یہ قافضہ کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کا نڈھولی کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں ”دارالعلوم دیوبند“ اپنا موقف واضح کرے، حال ہی میں بنگلہ دیش کے معتز علماء اور پڑوسی ملک کے کئی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے ہیں اور اندرون ملک سے بھی ”دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند“ میں کئی استفتاءات آئے ہوئے ہیں۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گذشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کا نڈھولی سے متعلق جو نظریات و افکار دارالعلوم کو موصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد اب یہ بات پائیدار بن چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مروج تفسیر و تہمت، غلط استلالات اور تفسیر بارائے پائی جا رہی ہے، بعض باتوں میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، جن میں موصوف، جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتزدارالافتاؤں کے متفقہ فتوے کے برخلاف بے بنیاد بیانیے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے اور سلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد و انکار لازم آ رہا ہے، نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی؛ بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے، ان کا یہ رویہ یہ جماعت تبلیغ کے سابقہ ذمہ داران: حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا نافع امسن صاحب کے یکسر خلاف ہے۔

مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں، جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے، ان میں سے چند یہ ہیں: ”حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت و عزالت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے پانچ لاکھ ۸۸ ہزار افراد گمراہ ہو گئے، اصل قوم موسیٰ علیہ السلام تھے، وہی ذمہ دار تھے، اصل کو رہنا چاہیے، ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے۔“

”نقل و حرکت تو یہی تھی اور تزکیہ کے لیے ہے، تو یہی تین شرطیں تو لوگ جانتے ہیں، چوتھی شرط نہیں جانتے، بھول گئے، وہ کیا ہے، خروج، اس شرط کو لوگوں نے بھلا دیا، ۹۹۹۹ قتل کرنے والے کی پہلی ملاقات راہب سے ہوئی، راہب نے اس کو مایوس کر دیا، پھر اس کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی، عالم نے کہا کہ تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو، اس قافلے نے خروج کیا، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے خروج شرط ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ شرط لوگ بھول گئے، تو یہی تین شرطیں بیان کرتے ہیں، چوتھی شرط، یعنی: خروج بھول گئے۔“

”ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں، وہ دینی شےیں جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے، اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں، تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا، ہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا“ (اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا منشا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات انھوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد ہی میں لاکر کرنے کے سلسلے میں اپنے مخصوص نظریہ کو بیان کرتے وقت کہی ہے، جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے، انبیاء اور صحابہ کے طریقہ کے خلاف ہے)

”اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو چھینتا ہے، نہ نالوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔“



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ.....

التاریخ.....

ضروری وضاحت

جناب مولانا محمد سعد صاحب کا نڈھولی کے بعض غلط نظریات و افکار اور قابل اشکال بیانات کے سلسلے میں ملک و بیرون ملک سے آمدہ خطوط و سوالات کے پیش نظر ”دارالعلوم دیوبند“ کے اکابر اساتذہ کرام اور جملہ مفتیان کرام کے دستخط کے ساتھ ایک متفقہ موقف قائم کیا گیا تھا؛ لیکن اس تحریر کے اجراء سے قبل یہ اطلاع ملی کہ مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ایک وفد گفتگو کے لیے ”دارالعلوم“ آنا چاہتا ہے، چنانچہ وفد آیا اور اس نے مولانا محمد سعد صاحب کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ رجوع کے لیے تیار ہیں، چنانچہ متفقہ موقف کی کاپی وفد کے ہمراہ مولانا محمد سعد صاحب کی خدمت میں ارسال کر دی گئی، پھر ان کی طرف سے اس کا جواب بھی موصول ہوا؛ لیکن مجموعی طور پر ”دارالعلوم دیوبند“ ان کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوا، جس کی سرمدت کچھ تفصیل مولانا محمد سعد صاحب کے پاس خط کے ذریعہ ارسال کر دی گئی ہے۔

دارالعلوم دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مسلک و شرب پر قائم رکھنے، نیز جماعت کی افادیت اور علمائے حق کے درمیان اس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس، اہل علم اور امت کے سچے حضرات کی خدمت میں ارسال کرنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کی ہر طرح حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مساکل و عملاً راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔

ربر (بر) ۳۸
سعد محمد صاحب
۳۸-۳-۵

نوٹ: اس تحریر کو عملاً، دعوای کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن بعض ذرائع سے سوشل میڈیا پر اس کی اشاعت ہو چکی ہے اور اب اس کی معتبریت کے سلسلے میں لوگ مترو ہیں؛ اس لیے اسے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر شائع کیا جا رہا ہے۔

مولانا محمد سعد کے بعض غلط نظریات و افکار

کے سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند کا موقف

মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা

প্রসঙ্গে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান

[দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইটে এ শিরোনামেই রয়েছে]

জরুরি বিশ্লেষণ

জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি সাহেবের কিছু ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও আপত্তিকর বয়ান সম্পর্কে দেশ-বিদেশ থেকে আগত অনেকগুলো চিঠি ও জিজ্ঞাসা সামনে রেখে ‘দারুল উলুম দেওবন্দ’-এর শীর্ষস্থানীয় আসাতিয়ায়ে কেরাম ও সকল মুফতিয়ানে কেরামের স্বাক্ষর সহকারে একটি সর্বসম্মত অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা লিখিত আকারে প্রকাশ করার পূর্বে এ সংবাদ আসে যে, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল আলোচনার উদ্দেশ্যে ‘দারুল উলুম’ আসতে চাচ্ছে।

প্রতিনিধিদলটি এসে মাওলানা সাদ সাহেবের এ বার্তা পৌঁছে দেয় যে, তিনি রুজু করতে প্রস্তুত। তখন সর্বসম্মত অবস্থানের অনুলিপি প্রতিনিধিদলটির সঙ্গে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের খেদমতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর কিছু দিন পর তার পক্ষ থেকে এর উত্তরও হস্তগত হয়। কিন্তু সামষ্টিকভাবে ‘দারুল উলুম দেওবন্দ’ তার লেখা

বক্তব্যে আশ্বস্ত হতে পারেনি। যার আদ্যোস্ত বিবরণ খানিকটা বিস্তারিত আকারে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের কাছে ডাক মারফত প্রেরণ করা হয়।

আকাবির রহ.-এর প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাতের মুবারক মেহনতকে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সংমিশ্রণ থেকে বাঁচাতে এবং আকাবির রহ. এর আদর্শ ও চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে; পাশাপাশি মুবারক জামাতটির সার্বিক উপকারিতা ও হকপন্থী আলেমদের মনে এর প্রতি আস্থা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে দারুল উলুম এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই সর্বসম্মত অবস্থান সকল মাদরাসার কর্তৃপক্ষের কাছে, উলামায়ে কেরাম ও উম্মাহর দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের খেদমতে প্রেরণ করা এ সময়ের অন্যতম আবশ্যিক দ্বীনি দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা এই মুবারক জামাতকে সর্বোতভাবে নিরাপদ রাখুন। আমাদের সবাইকে আদর্শ ও আমলের ময়দানে সত্যপথের ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

নোট : লেখাটি উলামায়ে কেরামের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল; কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যমে সোশাল মিডিয়ায় লেখাটি ছড়িয়ে পড়ে। এখন লেখাটির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মানুষ দ্বিধাশ্রিত। এজন্যে তা দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

আমার ছুটি দরকার! কারণ, আমি এক মাস ইতিকাহে বসার জন্যে যেতে চাচ্ছি। আমি বলি, যে মানুষ দাওয়াতের কাজ থেকে ছুটি চায় ইবাদত করার উদ্দেশ্যে, সে ব্যক্তি দাওয়াত ব্যতিরেকে কীভাবে ইবাদতে উন্নতি করবে! আমি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি যে, নবুওয়াতের আমল আর বিলায়াতের মাঝে ফারাক আছে। এই ফারাক তৈরি হয়েছে শ্রেফ নকল-হরকত না করার কারণে। আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যে, আমরা শ্রেফ দ্বীন শেখার তাশকিল করতেই বের করছি না। কারণ, দ্বীন শেখার জন্যে তো আরো অনেক পথ আছে। শুধু এর জন্যে তাবলীগে বের হওয়া কেন আবশ্যিক হবে! দ্বীন যদি শিখতেই হয় তাহলে মাদরাসা থেকে শেখো, খানকাহ থেকে শেখো।’

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের বয়ান থেকে এমন কিছু চয়নিকাও আমাদের হাতে এসেছে, যেখানে এ কথা প্রকাশ পেয়েছে যে, তার মতে শুধু তাবলীগ জামাতের বর্তমান পদ্ধতিই দাওয়াতের বিস্তৃত অর্থ ধারণ করে। তিনি শ্রেফ এটাকেই নবি-রাসূল-সাহাবিদের মুজাহাদার পদ্ধতি অভিহিত করে থাকেন। এই বিশেষ পদ্ধতিকেই তিনি সুন্নাত ও অবিকল আন্সিয়ায়ে কেরামের মেহনত সাব্যস্ত করে থাকেন। অথচ উম্মাহর জমহুর মনীষীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, দাওয়াত ও তাবলীগ হলো একটি সামগ্রিক বিষয়। শরিয়ত এর জন্যে এমন কোনো বিশেষ পদ্ধতি আবশ্যিক করে দেয়নি, যা ত্যাগ করলে সুন্নাত ত্যাগ করার অপরাধ হবে। যুগে-যুগে দাওয়াত ও তাবলীগের অজস্র পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইতিহাসের কোনো যুগেই দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা করা হয়নি। সাহাবায়ে কেরামের পর তাবঈন, তাব্য়ে তাবঈন, আইম্মাহ, মুজতাহিদিন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মাশায়েখ, আল্লাহওয়াল্লা অলিগণ ও নিকট অতীতের আমাদের আকাবির রহ. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বীন পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

আমরা কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে অল্প কিছু কথা নিবেদন করলাম। তার এই বয়ানগুলো ছাড়াও এমন এমন কথা আমাদের কাছে

পৌঁছেছে, যা জমহুর উলামার অবস্থান থেকে সরে এসে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর কথাগুলো যে বিভ্রান্তিকর, তা পরিষ্কার স্পষ্ট। এ কারণে এখানে সেগুলো সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই।

ইতোপূর্বে দারুল উলুম দেওবন্দের পক্ষ থেকে একাধিক চিঠির মাধ্যমে এবং দারুল উলুমে তাবলীগি ইজতিমা চলাকালে ‘বাংলাওয়ালি মসজিদ’ এর প্রতিনিধিদলের সামনেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু অদ্যাবধি সেই চিঠিগুলোর কোনো উত্তর আমাদের কাছে আসেনি।

তাবলীগ জামাত একটি বিশেষ দ্বীন জামাত। যা কাজের ময়দানে ও আদর্শের ক্ষেত্রে যদি উম্মাহর জমহুর ও আকাবির রহ. এর মতাদর্শ থেকে সরে যায় তাহলে কখনই নিরাপদ থাকবে না। নবি-রাসূলদের শানে বেয়াদবি, আদর্শিক স্থলন, মনগড়া তাফসির, হাদিস ও দ্বীন বর্ণনার ইচ্ছেমাফিক অপব্যখ্যা করা হলে হকপন্থী উলামায়ে কেরাম কখনই এর সঙ্গে একমত হবেন না। এর ওপর তারা নীরবতাও অবলম্বন করতে পারেন না। কেননা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে পুরো জামাতকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। যেমনটি অতীতে অনেকগুলো সংস্কারমূলক দ্বীন সংগঠনের বেলায় ঘটতে দেখা গেছে।

এ কারণে আমরা উপরের কথাগুলোর আলোকে মুসলিম উম্মাহ বিশেষত সাধারণ তাবলীগি ভাইদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা নিজেদের দ্বীন দায়িত্ব মনে করছি যে, মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেব তার জ্ঞানস্বল্পতার কারণে নিজ মতাদর্শ ও চিন্তাধারার মাঝে, কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যাকালে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মূল শ্রোত থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন। যা নিঃসন্দেহে গুমরাহির পথ। কাজেই তার ওই কথাগুলোর ওপর নীরবতা অবলম্বন করা যেতে পারে না। কারণ, যদিও এটি বর্তমানে ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র; কিন্তু বিষয়গুলো এখন জনসাধারণের মাঝে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

আমরা তাবলীগ জামাতের প্রভাবশালী, ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার অধিকারী, বিচক্ষণ দায়িত্বশীলদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আকাবির রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই জামাতকে উম্মাহর মূল শ্রোত ও পূর্ববর্তী

আকাবির যিম্মাদারদের মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করুন। মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেবের যেই বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা ইতোমধ্যে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলোর সংশোধন করার পূর্ণ প্রয়াস চালিয়ে যান। যদি এগুলোর ওপর তাত্ক্ষণিক বিধি-নিষেধ আরোপ না করা হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তাবলীগ জামাত সংশ্লিষ্ট উম্মাহর একটি বড় অংশ গুমরাহির শিকার হয়ে ভ্রান্ত ফেরকার আকৃতি ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে।

আমরা সবাই দুআ করছি যে, আল্লাহ তাআলা এই মুবারক জামাতকে রক্ষা করুন। আকাবির মনীষাদের পদ্ধতি মেনে ইখলাসের সঙ্গে তাবলীগ জামাতকে জীবন্ত-কর্মচঞ্চল রেখে মেহনতের ব্যাপক প্রচার-প্রসার করুন। আমিন। সুম্মা আমিন।

নোট : পূর্বে এ ধরনের অসংলগ্ন কথা তাবলীগ জামাতে অন্তর্ভুক্ত কিছু সদস্যের কাছ থেকে শোনা গিয়েছিল। তখন সে যুগের দীনদার আলেম যথা হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানি রহ. তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তখন তারা এর থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু এখন খোদ যিম্মাদারই এ ধরনের কথা; এমনকি এরচেয়েও সীমাতিরিক্ত কথা বলে বেড়াচ্ছে, যেমনটি উপরের চয়নিকা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। এর প্রতি বারবার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে; কিন্তু তিনি লক্ষ্যেপ করছেন না। ফলশ্রুতিতে উম্মাহকে গুমরাহি থেকে বাঁচাতে এই সিদ্ধান্ত ও ফতোয়ার সত্যায়ন করা হচ্ছে।

ফতোয়ার ওপর যাদের স্বাক্ষর রয়েছে-

১. মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি
২. মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি
৩. মাওলানা আরশাদ মাদানি

৪. আল্লামা নিআমতুল্লাহ আযমি
৫. মুফতি হাবিবুর রহমান খায়রাবাদি
৬. মাওলানা কারি উসমান
৭. মুফতি যাইনুল ইসলাম কাসেমি
৮. মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজি
৯. মুফতি আবদুল খালেক সান্ডালি
১০. মুফতি হাবিবুর রহমান আযমি
১১. মুফতি নুমান সিতাপুরি
১২. মুফতি মুসআব
১৩. মুফতি ফখরুল ইসলাম
১৪. মুফতি আসাদুল্লাহ
১৫. মুফতি মাহমুদ হাসান বুলন্দশহরি
১৬. মুফতি ওয়াকার আলি

ফতোয়াটির ওপর দারুল উলুম দেওবন্দের এবং দেওবন্দের দারুল ইফতার সিলমোহর অঙ্কিত রয়েছে।

Ph. : (01336) 222429
Fax : (01336) 222768Web : www.darululoom-deoband.com
Email : info@darululoom-deoband.com

دارالعلوم دہوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ..... 196/3

التاریخ.....

کی گمراہی کا سبب قرار دینے کا مسئلہ ہو یا ۴۰ ہرات و دعوت ترک کر کے عبادت میں مشغول رہنے کا الزام ہو، اس مسئلہ کی مختصر وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل تحریر ملاحظہ فرمائی جائے، نیز تفصیلی دلائل کے لیے مولانا صاحب الرحمن صاحب اعلیٰ کا مضمون ”وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْلِكَ بَلُونِي“ کی صحیح و صحیحہ تفسیر بغور دیکھنی چاہیے، جو اس تحریر کے ہمراہ ارسال ہے اور دارالعلوم دہوبند کی ویب سائٹ پر بھی شائع ہو چکی ہے۔

مولانا محمد سعید صاحب حضرت مولیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں قابل توجہ امور:

(۱) مولانا اپنی تحریر مؤرخہ ۱۰ رجب الثانی ۱۴۳۸ھ = ۹ جنوری ۲۰۱۷ء میں لکھتے ہیں: ”میں اپنے ایسے بیانات سے رجوع کرتا ہوں، اس لئے نہیں کہ وہ تفسیر بارائے تھی، بلکہ اس لئے کہ وہ مرجوح تھی اے“۔
اس سلسلہ میں عرض ہے کہ یہ مرجوح ہی نہیں بلکہ غلط اور باطل ہے سلف میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے اور نہ کوئی حضرت مولیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے، روح المعانی سے جو عبارت مولانا نے نقل کی ہے اس عبارت کا مولانا کی اس بات سے کہ ”مولیٰ علیہ السلام ۴۰ ہرات و دعوت کے عمل کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گئے، اسی وجہ سے نبی اسرائیل کی اکثریت گمراہ ہو گئی“ کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

(۲) خدا نے عالم الغیب والشہادۃ نے ”فَقَالَ فَيَسْنَا فَمَا فَسْنَا قَوْلَكَ“ الآیہ میں واضح الفاظ میں قوم مولیٰ علیہ السلام کی گمراہی کا حقیقی و مجازی سبب بیان فرمادیا ہے۔ اس سے حضرت مولیٰ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔

صاحب مظہری کے جس تفسیری قول کو مولانا اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اولاً تو خود قاضی صاحب نے اس کو بیسیزہ ترمیم بیان کیا ہے، پھر اس کا جو جواب نقل کیا ہے اسے لفظ ”العل“ سے بیان کیا ہے، معلوم ہوا کہ اس پر خود انھیں بھی جزم و یقین نہیں ہے، علاوہ ازیں اس جواب میں علمی خدشات بھی ہیں، پھر اس کا مولانا کی بات سے کوئی ربط بھی نہیں ہے، ان وجوہ سے اس مسئلہ میں اسے دلیل سمجھنا بڑی بیجول ہے، نیز روح المعانی سے جو عبارت نقل کی گئی ہے، اس کا بھی مولانا کی بات سے ادنیٰ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں تو وہی الجملہ مولانا کے دعویٰ کے خلاف ہوگی۔

قرآن مجید کی آیت متعلقہ کو پڑھیے، حضرت مولیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ کے سوال ”مَا أَعْجَلَكَ“ کا جو جواب دیا ہے، اس پر کسی نوع کا کوئی انکار نہ کوئی نہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو قبول فرمایا ہے۔

آگے مولانا لکھتے ہیں کہ: ”اس کے بیان میں بھی قصور ہوا جس سے حضرت مولیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی کا شبہ پیدا ہوا“۔

ذرا اپنے اس جملہ پر غور کریں کہ ”مولیٰ علیہ السلام نے صرف ۴۰ ہرات و دعوت کا عمل نہیں کیا“۔

Ph. : (01336) 222429
Fax : (01336) 222768Web : www.darululoom-deoband.com
Email : info@darululoom-deoband.com

دارالعلوم دہوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ..... 196/3

التاریخ..... 28/01/2017

باسمہ تعالیٰ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا

محمد وعلی وآلہ واصحابہ اجمعین. أما بعد:

جناب مولانا محمد سعید صاحب کا مدلولی کے بعض بیانات کی روشنی میں ان کے افکار اور نظریات کے سلسلے میں دارالعلوم دہوبند نے اپنا متفقہ موقف واضح کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ تحقیق کے بعد یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات، غلط استدلال اور تفسیر بارائے پائی جا رہی ہے۔ بعض باتوں میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے؛ جب کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف، جمہور امت اور اجماع سلف سے باہر نکل رہے ہیں، چونکہ یہ متفقہ موقف اب عام ہو چکا ہے اس لیے اس کے مکمل اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

مولانا محمد سعید صاحب کی طرف سے رجوع کے نام سے ایک تحریر بھی موصول ہوئی تھی، جس پر اطمینان نہیں ہو سکا تھا۔ اب مولانا محمد سعید صاحب کی طرف سے ۱۰ رجب الثانی ۱۴۳۸ھ کو رجوع کے سلسلے میں ایک نئی تحریر موصول ہوئی ہے، جس کے تمام مشمولات اور تفصیلات سے اگرچہ اتفاق نہیں کیا جاسکتا؛ لیکن اس تحریر میں مولانا نے فی الجملہ اپنے ان بیانات سے رجوع کیا ہے جن کا ذکر دارالعلوم دہوبند کے موقف میں کیا گیا تھا، اور آئندہ ان کا اعادہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

اب اس موقع پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دارالعلوم دہوبند نے جناب مولانا محمد سعید صاحب کی جن قابل اشکال باتوں کے سلسلے میں اپنا متفقہ موقف ظاہر کیا تھا، وہ موقف اپنی جگہ پر قائم ہے، دارالعلوم دہوبند نے اپنا متفقہ موقف واپس نہیں لیا ہے اور ان افکار و نظریات کو جن کا ذکر متفقہ موقف میں کیا گیا ہے، دارالعلوم دہوبند ہر حال غلط اور ناقابل قبول سمجھتا ہے اور ان تمام غلط باتوں پر جن کی نشاندہی متفقہ موقف میں کی گئی ہے، جماعت کی ہر سطح پر مدفن گانا ضروری سمجھتا ہے؛ لیکن مولانا نے اپنی تحریر میں چونکہ فی الجملہ رجوع کرتے ہوئے آئندہ ان باتوں سے پرہیز کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے؛ اس لیے اس پر اکتفا کرتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ مولانا آئندہ ایسی باتوں سے مکمل احتیاط برتیں گے جو علمائے راہتین کے نزدیک قابل گرفت ہو سکتی ہوں، اسی کے ساتھ مولانا محمد سعید صاحب کو بطور خاص اس امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں ان کے بیانات صرف مرجوح تفسیر کی حیثیت نہیں رکھتے؛ بلکہ وہ یقینی طور پر غلط ہیں اور زلیل القدر تفسیر حضرت مولیٰ علیہ السلام کی شان اقدس کے منافی ہیں؛ اس لیے اس مسئلہ میں مولانا کو اپنے تمام بیانات کی بلا تاویل تردید کرنی چاہیے، خواہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی جلت کو نبی اسرائیل



আমরা একমত হতে পারছি না; কিন্তু ওই লেখার মাঝে মাওলানা মোটামুটি তার ওই সকল বয়ান থেকে রুজু করেছেন, যার কথা দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থানে বলা হয়েছিল। তিনি আগামীতে কথাগুলো পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার করেছেন।

এখন এ পর্যায়ে এসে এ কথা স্পষ্ট করা আবশ্যিক যে, দারুল উলুম দেওবন্দ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের যেসব আপত্তিকর কথার ব্যাপারে নিজের সর্বসম্মত অবস্থান স্পষ্ট করেছিল, সেই অবস্থান নিজ স্থলে এখনো বলবৎ। দারুল উলুম দেওবন্দ নিজ সর্বসম্মত অবস্থান থেকে সরে আসেনি। সাদ সাহেবের যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার কথা ‘সর্বসম্মত অবস্থান’-এ উল্লেখ করা হয়েছে, দারুল উলুম দেওবন্দ সর্ববাস্থায় সেগুলোকে ভুল ও অগ্রহণযোগ্য মনে করে। ‘সর্বসম্মত অবস্থান’-এ যেসকল বিভ্রান্তিকর বক্তব্য চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর ওপর তাবলীগ জামাতের সর্বস্তরে বিধি-নিষেধ আরোপ করা আবশ্যিক মনে করে; কিন্তু মাওলানা যেহেতু নিজের লেখার মাঝে মোটামুটি রুজু করে আগামীতে এ জাতীয় কথা পরিহার করে চলার নিশ্চয়তা দিয়েছেন; এজন্যে তার কথার ওপর আস্থা রেখে আমরা আশা করি যে, মাওলানা আগামীতে এমন সব কথা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবেন, যা বিদ্বন্ধ উলামায়ে কেরামের কাছে আপত্তিকর মনে হতে পারে।

এর পাশাপাশি মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবকে বিশেষ করে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তিনি তার বয়ানে শুধু অপ্রণিধানযোগ্য (মারজুহ) তাফসিরই আনেন নি; বরং তিনি সন্দেহাতীতভাবে এখনো ভুলে ওপর আছেন। যা পরম সম্মানিত নবি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পবিত্র মর্যাদার পরিপন্থী। কাজেই এ মাসআলায় মাওলানাকে অবশ্যই তার পূর্বের বয়ানগুলো থেকে বিনাব্যাখ্যায় সরে আসতে হবে। চাই সেই বয়ান মুসা আলাইহিস সালামের তুরাপ্রবণতাকে বনি ইসরাঈলের গুমরাহির কারণ অভিহিত করা প্রসঙ্গে হোক বা চল্লিশ রজনী দাওয়াত ত্যাগ করে ইবাদতে নিমগ্ন হওয়া অপবাদ প্রসঙ্গে হোক। মাসআলাটি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করার জন্যে নিচের লেখাগুলো মনোযোগের সঙ্গে পড়ুন। এ

বিষয়ে বিশদ প্রমাণের জন্যে মাওলানা হাবিবুর রহমান আযমির লেখা ‘وما أعجلك عن قومك يا موسى كي صحیح و معتبر تفسیر’ পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে পড়ুন। প্রবন্ধটি এ লেখার সঙ্গে পাঠানো হচ্ছে। দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়েছে।

সাইয়েদুনা মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব যে কথাগুলো বলে থাকেন, সেখান থেকে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে-

১. মাওলানা ১০ রবিউস সানি ১৪৩৮ হি. তারিখে লেখা চিঠিতে লিখেছেন,

میں اپنے ایسے بیانات سے رجوع کرتا ہوں، اس لئے نہیں کہ وہ تفسیر، بالرائے تھی، بلکہ اس لئے کہ وہ مرجوح تھی اٹ۔

এ প্রসঙ্গে নিবেদন করছি যে, এ কথা শুধু মারজুহ (অপ্রণিধানযোগ্য)-ই নয়; বরং ভুল ও বিভ্রান্তিকর। মহান পূর্বসূরিদের মধ্য হতে কেউ এ কথা বলেননি। মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে এমন কথা কেউ বলতেও পারেন না। মাওলানা দলিল হিসেবে রুহুল মাআনির যে লেখা নকল করেছেন, তার সঙ্গে মাওলানার এ কথা “মুসা আলাইহিস সালাম চল্লিশ রাত দাওয়াতের আমল ছেড়ে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান। এ কারণে অধিকাংশ বনি ইসরাঈল গুমরাহ হয়ে গেছেন” এর কোনো ধরনের সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা নেই।

২. যেই আল্লাহ দৃশ্য ও অদৃশ্যের সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবহিত তিনি قَالَ فَأَيُّهَا فَذُ فَتَنَّا قَوْمَكَ آয়াতে মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের গুমরাহির হাকিকি ও মাজাযি (আসল ও রূপক) দু’ কারণই জানিয়ে দিয়েছেন। এর সঙ্গে সাইয়েদুনা মুসা আলাইহিস সালামের দূরতম সম্পর্কও নেই।

১. প্রবন্ধটি আমার অনুবাদে ‘মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের একটি বিতর্কিত তাফসির’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। যা চলমান তাবলীগ সিরিজের চতুর্থ বই।

তাহসিরে মাহহারি গ্রন্থের লেখকের যে কথাটিকে মাওলানা স্বপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, সেক্ষেত্রে প্রথমত খোদ কাযি সাহেব নিজেই বক্তব্যটিকে অজ্ঞাত বক্তার দিকে সম্বন্ধিত করে বয়ান করেছেন। এরপর সে প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দিয়েছেন সেটাও শুরু করেছেন لعل শব্দ দিয়ে। বুঝা গেল, এর ওপর তিনি নিজেই আশ্বস্ত ও নিশ্চিত নন। এ ছাড়াও সেই উত্তরের ওপর অনেকগুলো ইলমি আপত্তি রয়েছে। উপরন্তু মাওলানার বক্তব্যের সঙ্গে সেই উত্তরের কোনো ধরনের সম্পর্কও নেই। এতগুলো কারণ সামনে রেখে আলোচিত মাসআলায় এটিকে তার দলিল মনে করা বড় ধরনের ভুল। উপরন্তু রুহুল মাআনি থেকে যেই লেখা নকল করা হয়েছে, মাওলানার বক্তব্যের সঙ্গে সেটিরও ন্যূনতম সম্পর্ক নেই; বরং ওই লেখার আগের অংশ ও পরের অংশ মিলিয়ে দেখলে বুঝে আসবে যে, তা সামষ্টিকভাবে মাওলানার দাবির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আপনি যদি ওই ঘটনা সম্পর্কিত কুরআন কারিমের অন্যান্য আয়াত পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন, আল্লাহ তাআলার وما أعجلك—‘কী কারণে এতো দ্রুত চলে এসেছো’ প্রশ্নের উত্তরে মুসা আলাইহিস সালাম যে কথা বলেছেন, তার ওপর আল্লাহ কোনো ধরনের আপত্তি তোলেননি। বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলা তাঁর উত্তর গ্রহণ করেছেন।

আপনি রুজুনামার পরবর্তী অংশে লিখেছেন,

اس کے بیان میں بھی قصور ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی کا شبہ ہوا۔

‘ওই বয়ানেও আমার ভুল হয়েছে, যে বয়ানে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বেআদবির সংশয় ওঠে’।

আপনি আপনার এ কথাও ওপর একটু মনোযোগ দিন— ‘মুসা আলাইহিস সালাম শুধু ৪০ রাত দাওয়াতের আমল করেননি।’

মাওলানা পরিষ্কার এ কথাও বলেছেন যে, ‘মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াত ও তাবলীগ— যা পদাধিকারবলে তাঁর দায়িত্ব ছিল, তা ছেড়ে দেন’।

অথচ সাইয়েদুনা মুসা আলাইহিস সালাম নিজ ভাই হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের স্থলাভিষিক্ত ও নায়েব বানিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি কুরআন কারিমের পরিষ্কার ঘোষণা অনুসারে নবুওয়াত ও রিসালাতের এই মেহনতে অংশিদার ছিলেন। কুরআন এ কথাও বলছে যে, তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের এই খিদমাত আঞ্জামও দিয়েছেন। এরপরও মাওলানা সাহেব হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে দাওয়াত ত্যাগের অপবাদে অভিযুক্ত করছেন। বলুন, এটি কি রিসালাতের পদমর্যাদার পরিষ্কার অবমূল্যায়ন নয়? কাজেই মাওলানা রুজু করার পূর্বে যে কথাগুলো লিখেছেন, তা যেমন সঠিক নয়; তেমনই তা মাওলানার পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কাজেই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেব যেন তার সকল বয়ান থেকে বিনাব্যাখ্যায়, অকারণ না দর্শিয়ে রুজু করেন এবং তার ঘোষণা জানিয়ে দেন।

এ প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেছেন—

১. মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি
মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ
২. মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি
সদর মুদাররিস, দারুল উলুম দেওবন্দ
৩. মাওলানা আরশাদ মাদানি
৪. আল্লামা নিআমতুল্লাহ আযমি
৫. মুফতি হাবিবুর রহমান আযমি
৬. মাওলানা কমরুদ্দিন গোরাকপুরি
৭. মুফতি যাইনুল ইসলাম কাসেমি
৮. মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজি
৯. মুফতি আবদুল খালেক সাজ্জালি
১০. মুফতি হাবিবুর রহমান খায়রাবাদি
মুফতি, দারুল উলুম দেওবন্দ

১১. মাওলানা কারি উসমান
১২. মুফতি নুমান সিঁতাপুরি
১৩. মুফতি মুসআব
১৪. মুফতি ফখরুল ইসলাম
১৫. মুফতি আসাদুল্লাহ
১৬. মুফতি মাহমুদ হাসান বুলন্দশহরি
১৭. মুফতি ওয়াকার আলি

দারুল উলুমের প্যাডে লিখিত এ সিদ্ধান্তের ওপর
দারুল উলুম দেওবন্দের এবং দেওবন্দের দারুল
ইফতার সিলমোহর অঙ্কিত রয়েছে।

পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের সমন্বয়ে
রচিত 'তাবলীগ সিরিজ' নিজেও পড়ুন,
অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন।

নিয়ামুদ্দিন মারকায ও নেপথ্যের কিছু সত্য

সংকলক

চৌধুরি আমানত উল্লাহ

সদস্য, মজলিসে আমেলা, মাদরাসায়ে কাশেফুল উলুম
বাংলাওয়ালি মসজিদ, হযরত নিয়ামুদ্দিন বসতি, দিল্লি

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে কিছু নিবেদন

সংকলক

মাওলানা যায়দ মাযাহেরি নদভি

উসতায়ুল হাদিস, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে একটি খোলা চিঠি

সংকলক

মাওলানা যায়দ মাযাহেরি নদভি

উসতায়ুল হাদিস, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

মাওলানা সাদ সাহেবের একটি বিতর্কিত তাফসির

সংকলক

মাওলানা হাবিবুর রহমান আযমি

উসতায়ুল হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি

ও দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান

দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইট হতে সংগৃহীত

